Office of the Election Board

BPAMEA (Former BGAPMEA) Election 2026-28

BGAPMEA, Belkuchi Heights, 273/3, West Manikdi (3rd floor)
ECB Chattar-Mirpur DOHS Link Road, Dhaka Cantonment, Dhaka-1206

সংশোধীত এবং একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত

নং-বিজিএপিএমইএ/নির্বাচন ২০২৬-২৮/২০২৬/১৭৭ ১৫ এপ্রিল, ২০২৬

বাংলাদেশ প্যাকেজিং এন্ড এক্সেসরিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিপিএএমইএ) সাবেক বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এর ২০২৬-২০২৮ মেয়াদী দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাবলী ও আচরণবিধি।

তথ্যাবলী

১। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট:

(ক) সংশ্লিষ্ট কোম্পানি/ফার্মের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি;

(খ) সদস্যের হালনাগাদ ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট/রিটার্ন জমা রশিদের লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ফটোকপি;

(গ) ভোটারের নাম পরিবর্তন করিতে হইলে লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রতিনিধি (কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হইতে হইবে) পরিবর্তিত মনোনয়নের রেজুলেশন; অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারদের দ্বারা মনোনীত পরিবর্তিত প্রতিনিধির মনোনয়নপত্র। তবে, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মালিকই প্রতিনিধি হইবেন।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

(ঙ) সংঘবিধি অনুযায়ী সদস্য নবায়ন সনদ/হালনাগাদ তথ্যাদি (বকেয়া চাঁদা/ফি পরশোধের মানি রিসিট)।

(চ) ইতোপূর্বে যারা জুন/২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে ভোটার হয়েছেন, তাঁদের নতুন করে ভোটার হওয়ার আবেদনের প্রয়োজন হবে না।

উল্লিখিত কাগজপত্রাদি নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে এসোসিয়েশনের অফিসস্থ নির্বাচন বোর্ডে জমা দিতে হবে।

২। প্রাথমিক ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি বা ভোটার তালিকা হতে বাদ দেয়ার প্রয়োজন হলে নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচনী আপিল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি জানাইতে হইবে। দাখিলকৃত আপত্তির ব্যাপারে আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হিসেবে গণ্য হইবে।

৩। বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা এর ২৩(৯) অনুসারেও চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রদানের ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে কোন প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিতে চাহিলে নির্বাচন বোর্ডের নিকট ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে হইলে নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত লিখিত আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৪। (ক) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী কিংবা সমর্থনকারী হতে পারিবেন না।
(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন ভোটার নিজে প্রার্থী হইলে, সর্বোচ্চ ২৬ (ছাব্বিশ) জন প্রার্থীর এবং নিজে প্রার্থী না হইলে সর্বোচ্চ ২৭ (সাতাইশ) জন প্রার্থীর প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী হইতে পারিবেন।

৫। চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর নির্ধারিত মনোনয়ন ফি প্রদানপূর্বক মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাইবে।

৬। নির্বাচন বোর্ড কোন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বাতিল করিলে প্রার্থীগণের উক্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচনী তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী আপিল বোর্ডের নিকট বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর তফসিলে উল্লিখিত ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ফি প্রদান করিয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারিবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হিসেবে গণ্য হইবে।

৭। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোন আপত্তি থাকিলে ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচনী তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর তফসিলে উল্লিখিত ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ফি প্রদান করিয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হইবে।

৮। নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করিবেন। প্রক্সির মাধ্যমে কোন ভোট দেয়া যাইবে না।

৯। নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে এবং প্রত্যেক ভোটার প্রতিটি পদের জন্য একটি ভোট প্রয়োগের অধিকারী হইবেন।

চলমান পৃষ্ঠা-১/৫

১০। **মনোনয়ন ফি (অফেরৎযোগ্য):**

ক) পরিচালক পদের মনোনয়ন ফি (অফেরৎযোগ্য): বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এর অনুকূলে নিম্নে বর্ণিত টাকার নগদ/পে-অর্ডার এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে মনোনয়ন ফি বাবদ জমা দিতে হইবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	মনোনয়ন ফি (টাকা)
১.	পরিচালক	৫০,০০০/

খ) **অফিস বেয়ারার পদের মনোনয়ন ফি (অফেরৎযোগ্য):** বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এর অনুকূলে নিম্নে বর্ণিত পদের পার্শ্বে উল্লিখিত টাকার নগদ/পে-অর্ডার এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে মনোনয়ন ফি বাবদ জমা দিতে হইবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	মনোনয়নপত্রের ফি (টাকা)
১.	সভাপতি	১,৫০,০০০/-
২.	১ম সহ সভাপতি	১,০০,০০০/-
৩.	সিনিয়র সহ-সভাপতি	৯০,০০০/-
৪.	২য় সহ-সভাপতি	৭৫,০০০/-
৫.	সহ-সভাপতি (অর্থ)	৬৫,০০০/-
৬.	সহ-সভাপতি	৬৫,০০০/-

১১। পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তা/সদস্য পদে প্রার্থী হইবার জন্য নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করিয়া যথাযথভাবে পূরণ করিয়া দাখিল করিতে হইবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় (ক) **মনোনয়ন ফি পরিশোধের রশিদের মূল কপি**, (খ) **ঋণ খেলাপী নয় মর্মে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়ন পত্র**, (গ) **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ আয়কর সনদপত্র/রিটার্ণের কপি নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত করিয়া** এবং (ঘ) **প্রার্থী কর্তৃক নির্ধারিত ছকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ঘোষণাপত্র** মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে।

১২। সমিতির সংঘবিধি মোতাবেক যে সকল সদস্য নির্বাচনের ধার্য্য তারিখ (০১ আগস্ট, ২০২৬) এর কমপক্ষে ৬০ দিন পূর্বে এসোসিয়েশনের বকেয়া চাঁদা ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইবেন, সে সকল সদস্য ভোটার তালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন না এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

১৩। নির্বাচনের ধার্য্য তারিখ (০১ আগস্ট, ২০২৬) এর ১২০ দিনের পূর্বে নতুন সদস্য হয়েছেন, এমন সদস্যও উক্ত নির্বাচনে ভোটার হইতে পারিবেন।

১৪। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি এসোসিয়েশনের নোটিশ বোর্ডে/ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইবে।

১৫। পরিচালনা পরিষদের ২৭ জনের মধ্যে ২১ (একুশ) জন ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলের ফ্যাক্টরির সদস্যগণের মধ্য হইতে এবং ০৬ (ছয়) জন চট্টগ্রামস্থ ফ্যাক্টরির সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। সভাপতির পদ ও প্রথম সহ-সভাপতির পদ ঢাকা ও চট্রগ্রামে শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে এমন সদস্যগণের মধ্যে বিভাজ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, যদি সভাপতি ঢাকার ফ্যাক্টরির সদস্যগণের মধ্যে থেকে হয়ে থাকেন তবে প্রথম সহ-সভাপতি চট্টগ্রামের ফ্যাক্টরির সদস্যগণের মধ্য থেকে হইবেন অথবা Vice-Versa হইবেন। উল্লেখ্য, সকল ভোটারকেই ২৭ (সাতাইশ)টি পদের বিপরীতে ২৭ (সাতাইশ)টি ভোট প্রদান করিতে হইবে। এর কম বা বেশী হইলে উক্ত ব্যালটের সকল ভোট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। নির্বাচনের পর ভোট কাউন্টিং মেশিনের মাধ্যমে গণনা করা হইবে।

১৭। কোন ব্যক্তি বিজিএপিএমইএ পরিচালনা পরিষদের এই নির্বাচনে প্রতিদন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না অথবা কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পরিবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ০৫ (পাঁচ) বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(খ) ঋণ খেলাপী হন অথবা হালনাগাদ কর, ভ্যাট, শুল্ক পরিশোধ না করিয়া থাকেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পদে নির্বাচিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঋণ খেলাপী অথবা কর খেলাপী হিসেবে তালিকাভুক্ত হইবার তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে উক্ত ঋণ বা কর পরিশোধ না করিলে উক্ত পদ শুন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

চলমান পৃষ্ঠা-২/৫

নির্বাচন সংক্রান্ত আচরণ বিধি

১। নির্বাচন উপলক্ষে মিছিল করা অথবা শ্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকিবে।

২। ভোটারদের নিকট কেবলমাত্র সাদাকালো এ-৪ সাইজের প্রচারপত্র প্রদান করা যাইবে। তবে, কোন প্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করা যাইবে না।

৩। নির্বাচন উপলক্ষে কোন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রদান বা কোন পোস্টার বা চিকা মারা যাইবে না ও কোন প্রকার ব্যানার টানানো যাইবে না।

৪। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘন্টা পূর্ব হইতে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকিবে।

৫। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে প্রার্থী অথবা তাহার সমর্থকের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজ ধারণ ও পোস্টার বহন সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ থাকিবে।

৬। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভুতভাবে কোন প্রার্থী কিংবা ভোটার ভোট গ্রহণ এলাকায় অহেতুক অবস্থান করিতে পারিবে না।

৭। নির্বাচন বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত প্রার্থীগণ কোন প্রকার একক বা দলগতভাবে কোন হোটেল, রেস্তোরা বা কমিউনিটি সেন্টারে কোন প্রকার পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান ও ভোটারদের আপ্যায়ণ বা উহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। তবে, নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় গ্রুপ ভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে। প্রার্থীগণ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করিতে পারিবেন। ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন অথবা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করা যাইবে না। প্রার্থী পরিচিতি সভার ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন বোর্ড সকল প্রার্থীর উপর সমান হারে ফি ধার্য করিতে পারিবে।

৮। এই নির্বাচন আচরণ বিধির এক বা একাধিক বিধান লংঘিত হইলে অথবা এই বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া নির্বাচন বোর্ড এই বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। **নির্বাচন বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপিল বোর্ডের নিকট সাথে সাথে আপীল দায়ের করিবে।** আচরণ বিধি লংঘন সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশক্রমে সময়ে সময়ে আপিল বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে আচরণ বিধি সংক্রান্ত এইরূপ অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য আপিল বোর্ড নির্বাচন চলাকালীন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবেন। আপিল বোর্ডের সভায় শুনানী গ্রহণ করা হইবে। এই শুনানীর বিষয়ে যাবতীয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা মারফত অবহিত করা হইবে। **নোটিশবোর্ডে এই বিষয়ে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি একমাত্র বৈধ নোটিশ বলিয়া গণ্য হইবে**। শুনানী গ্রহণ শেষে আপিল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে প্রবেশের জন্য ভোটারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ, নির্বাচন প্রার্থী এবং কেবলমাত্র ভোট দানের জন্য আগত ভোটার ভিন্ন অন্য কাহারও ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশাধিকার থাকিবে না। প্রত্যেক প্রার্থী নির্বাচনী কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ০১ জন পোলিং এজেন্ট (অবশ্যই ভোটার হতে হবে) নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১০। ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে একসঙ্গে একাধিক ভোটারের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। ভোট গ্রহণ কক্ষের বাহিরে ব্যালট পত্র নেওয়া যাইবে না।

১১। ভোট গ্রহণ কক্ষে সকল ভোটার, নির্বাচন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে বিধি মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন। এই আদেশের বিধান লংঘন অথবা অসদাচরণ, প্রচারণা ও প্ররোচনায় লিপ্ত যে কোন প্রার্থী অথবা ভোটারকে নির্বাচন বোর্ড ভোট কেন্দ্রের এলাকা হইতে বহিস্কার করিতে পারিবে।

১২। নির্বাচন প্রার্থীবৃন্দ ভোট গ্রহণ এলাকা ও কক্ষে কেবল মাত্র নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান/আসনে অবস্থান করিতে পারিবেন এবং কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্বক একমাত্র ভোট দানের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদান কক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধি মোতাবেক প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১৩। কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে কোন ভোটারের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ ও প্রচারণায় লিপ্ত হইতে পারিবেন না।

১৪। চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহে কিংবা জাল ভোট দান কিংবা ইতোমধ্যে ভোট দিয়াছেন, এমন ভোটারের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন আচরণ বিধি লংঘনের বিরুদ্ধে প্রার্থীগণ নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপত্তি করিতে পারিবেন।

চলমান পৃষ্ঠা-৩/৫

১৫। নির্বাচন বোর্ড এইরূপে দাখিলকৃত আপত্তি, অভিযোগের সুরাহাকরতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৬। নির্বাচন বোর্ড কিংবা নির্বাচনী কর্মকর্তার নিষেধ বা সতর্কীকরণ স্বত্ত্বেও কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে আলাপচারিতা ও প্রচারণায় লিপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া নির্বাচন কক্ষ হতে বহিস্কার অথবা উপ-দফা (৩) এ বর্ণিত বিধানপূর্বক তাহার প্রার্থীপদ বাতিল করা যাইবে।

১৭। নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্ধারণ করিবে। ব্যালট পত্রের প্রথম অংশে ব্যালট পত্র নম্বর মুদ্রিত থাকিবে এবং ব্যালট পত্র আবশ্যিকভাবে বাণিজ্য সংগঠনের সীল ও নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর সম্বলিত হইতে হইবে। অন্যথায়, উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১৮। ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর, ভোটারের ছবি, ভোটারের নাম, তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং টি.আই.এন নম্বর উল্লেখ থাকিবে। সংগঠনের দপ্তরে রক্ষিত সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত সদস্যের নমুনা স্বাক্ষরের ভিত্তিতে অথবা নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ছবি সম্বলিত পরিচিতি পত্রের মাধ্যমে ভোটার শনাক্ত করা হইবে। উক্ত পরিচিতি পত্র না থাকিলে ভোট প্রদান করা যাইবে না।

১৯। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ভোটার কার্ড সন্দেহাতীতভাবে যাচাইপূর্বক ব্যালটের প্রথম অংশটি সংশ্লিষ্ট ভোটারকে প্রদান করিবেন এবং চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের নাম এর বিপরীতে ব্যালট পত্র নম্বর লিপিবদ্ধ করিয়া মুড়িতে ভোটারের স্বাক্ষর গ্রহণকরতঃ ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন। একটি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে একজন ভোটারকে কোন অবস্থাতেই একাধিক ব্যালট পত্র প্রদান করা যাইবে না। তবে, কোন ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের মালিক হইলে এবং এসোসিয়েশনের একাধিক সদস্যপদ গ্রহণ করিলে তিনি সকল সদস্য পদের বিপরীতে ব্যালট পেপার লাভ করিবার হকদার হইয়া ভোট দান করিতে পারিবেন।

২০। শারীরিকভাবে অসমর্থ কোন ভোটার, সাহায্যকারী ব্যতীত ভোট দানে অপারগ হইলে নির্বাচন বোর্ড সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে ভোট প্রদান কক্ষে উক্ত ভোটারের সাহায্যকারী নিযুক্ত করিবেন।

২১। ভোট গ্রহণ শুরু হইবার অন্তত ১৫ মিনিট পূর্বে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন প্রার্থীগণের (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া শূন্যতার নিশ্চয়তা বিধানপূর্বক ব্যালট বাক্সটি বন্ধ ও সীল করিবেন এবং নির্বাচন বোর্ড, প্রার্থী ও ভোটারদের নিকট দৃশ্যমান একটি উপযোগী স্থানে স্থাপন করিবেন।

২২। একটি ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে কোন গ্রুপের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না। একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ কিংবা আরও ভোট গ্রহণের জন্য নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট অনুপযোগী প্রতীয়মান হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যালট বাক্সটি সীল করিয়া নিরাপদ ও দৃশ্যমান স্থানে সংরক্ষণকরতঃ উহার স্থলে অপর একটি শূন্য ও সীলকৃত ব্যালট বাক্সে ভোট গ্রহণ করিবেন।

২৩। নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হইলে ব্যালট বাক্স সীল করিয়া নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ পুনরায় আরম্ভ না করা পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকিবে।

২৪। নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটার ভোট দান করিতে পারিবেন।

২৫। ভোট প্রদান বিধিমত সমাপ্তির পর কাউন্টিং মেশিনে ভোট গণনা শুরু হইবে এবং সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটানা চলিতে থাকিবে। প্রার্থীগণ ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তবে কোন প্রার্থী ভোট গণনার সময় নিজে উপস্থিত না থাকিলে নির্বাচন বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে তাঁহার পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৬। নির্বাচন বোর্ড গণনার উদ্দেশ্যে ব্যালট বাক্স হইতে ব্যালট পত্র বাহির করিয়া **প্রাপ্ত ব্যালট পত্রের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করতঃ কাউন্টিং মেশিনে ভোট গণনা শুরু করিবে**।

২৭। নির্বাচন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল না থাকিলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হইবে।

২৮। নির্ধারিত সংখ্যক পদের অতিরিক্তি অথবা কম সংখ্যক প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হইলে ব্যালট পত্র বাতিল বলে গণ্য হইবে।

২৯। **কাটাকাটি, ওভার রাইটিং সম্বলিত অস্পষ্ট ও ব্যালট পত্রের নির্দেশাবলী লংঘন করিয়া পূরণকৃত ব্যালট পত্র** বাতিল বলে গণ্য হইবে।

৩০। নির্বাচন বোর্ড বৈধ ব্যালট পত্রসমূহ হইতে প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোট গণনা করে লিপিবদ্ধ করিবে। এই ভোট গণনায় নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা ও কাউন্টিং মেশিন অপারেটর ব্যতীত অন্য কেউ অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৩১। নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ ও কাউন্টিং মেশিনে গণনা শেষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ও প্রকাশ করিবে।

চলমান পৃষ্ঠা-৪/৫

৩২। ভোটারগণকে ১ জুলাই, ২০২৬ হইতে ৩১ জুলাই, ২০২৬ এর মধ্যে নির্বাচন বোর্ড অফিস হইতে ভোটার আইডি কার্ড সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩৩। সকল ভোটার এর নাম (ছবিসহ) ও ভোটার নম্বর উল্লেখ করিয়া একটি বই প্রকাশ করা হইবে এবং ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মূল্যে পরিশোধ করিয়া উহা এসোসিয়েশনের অফিস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

৩৪। নির্বাচন বুথে কোন প্রার্থী বা কোন ভোটার বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন প্রকার ক্যামেরা বা মোবাইল বা আগ্নেয়াস্ত্র সহকারে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকিবে।

৩৫। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আচরণ বিধির পরবির্তন/পরমির্জন/সংশোধনের এখতিয়ার নির্বাচন বোর্ড সংরক্ষণ করে।

(এডভোকেট মো. রফিকুল ইসলাম)
সদস্য
বিপিএএমইএ (সাবেক বিজিএপিএমইএ)
নির্বাচন বোর্ড ২০২৬-২৮

(মো. আনোয়ার হোসেন)
সদস্য
বিপিএএমইএ (সাবেক বিজিএপিএমইএ)
নির্বাচন বোর্ড ২০২৬-২৮

(সফিউল্লাহ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
বিপিএএমইএ (সাবেক বিজিএপিএমইএ)
নির্বাচন বোর্ড ২০২৬-২৮

বিতরণঃ

০১। মহাপরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
০২। প্রশাসক, এফবিসিসিআই, এফবিসিআই আইকন, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৩। চেয়ারম্যান, নির্বাচন আপিল বোর্ড, বিপিএএমইএ (সাবেক বিজিএপিএমইএ) নির্বাচন ২০২৬-২৮।
০৪। সদস্যবৃন্দ, নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ড, বিপিএএমইএ (সাবেক বিজিএপিএমইএ) নির্বাচন ২০২৬-২৮।
০৪। বিপিএএমইএ (সাবেক বিজিএপিএমইএ) এর সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দ (ডাক/ইমেইল/হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ)।
০৫। অফিস সচিব, বিপিএএমইএ (সাবেক বিজিএপিএমইএ), ঢাকা।
০৬। উপ-অফিস সচিব, বিপিএএমইএ (সাবেক বিজিএপিএমইএ), চট্টগ্রাম।
০৭। বিপিএএমইএ (সাবেক বিজিএপিএমইএ) সচিবালয়ের নোটিশ বোর্ড/ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ড।